দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার নিন্দা

28-March-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন।

(মু'জামু আউসাত, ৫/২৫২, হাদীস নং- ৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়াকে দুনিয়া বলা হয় কেন?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচনা **"নেকীর দা'ওয়াত"** এর ২১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: **'দুনিয়া'** শব্দের আভিধানিক অর্থ **'নিকটবর্তী'** এবং দুনিয়াকে এ কারণেই দুনিয়া বলা হয় যে, এটি আখিরাতের তুলনায় মানুষের অতিশয় নিকটবর্তী কিংবা এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, নিজের স্বাদ ও কু-প্রকৃত্তির চাহিদা পূরণের কারণে হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী। (হাদীকতুন নদিয়া, ১/১৭)

দুনিয়া কী?

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ **'উমদাতুল ক্বারী'**র ১ম খন্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেন: আখিরাতের পূর্বে সমস্ত সৃষ্টিই দুনিয়া। (উমদাতুল ক্বারী, ১/৫২) সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং এগুলো দিয়ে ক্রয় করা যায় এমন সব প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বলতেই দুনিয়া বুঝায়। (হাদিকাতুন নদিয়া, ১/১৭)

কোন প্রকারের দুনিয়া ভাল, কোন প্রকারের দুনিয়া নিন্দনীয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী দ্রব্যাদি তিন ধরনের: **(১)** সেই দুনিয়াবী দ্রব্যসামগ্রী যা আখিরাতে সহযোগীতা করে আর যেগুলোর উপকারিতা মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়, এ ধরনের দ্রব্য কেবলই দুইটি: ১. ইলম ও ২. আমল। আমল বলতে একনিষ্ঠতা সহকারে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করা। **(২)** সেসব দ্রব্যসামগ্রী যেগুলোর উপকারিতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে; আখিরাতে সেসবের কিছুই অর্জিত হয়না, যেমন; গুনাহ করার মাধ্যমে স্বাদ ভোগ করা, বৈধ দ্রব্য থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকার গ্রহণ করা। যেমন; জায়গা-জমি, সোনা-রূপা, উন্নত পোষাক, উন্নত মানের খাবার ইত্যাদি এবং এই প্রকারটি নিন্দনীয় প্রকারের অর্ন্তভূক্ত। **(৩)** সেসব দ্রব্যাদি যেগুলো নেক কাজে সহযোগিতা করে, যেমন; প্রয়োজনীয় খাবার ও পোষাক ইত্যাদি। এই প্রকারটিও প্রশংসনীয় কিন্তু এগুলো দ্বারা যদি দুনিয়ার সাময়িক উপকারিতা ও স্বাদ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়ার দ্রব্যাদিকেও নিন্দনীয় বলা হবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৭০-২৭১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"জান্নাতি মহল ক্রয়"** রিসালার **১১** নং পৃষ্ঠা থেকে দুনিয়ার আসলরূপ এবং এর নিন্দা সম্পর্কে **১৭টি** হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করুন।

(১) পাখীদের জীবিকা

আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "তোমরা যদি **আল্লাহ তায়ালার** উপর এমন তাওয়াক্কুল করো, যেরূপ তার উপর তাওয়াক্কুল করার হক রয়েছে। তাহলে **তিনি** তোমাদেরকে এমন রিযিক প্রদান করবেন, যেমনিভাবে **তিনি** পাখিদেরকে প্রদান করেন। ওরা সকালে খালি পেটে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। **(তিরমিযী, ৪/১৫৪, হাদীস নং ২৩৫১)**

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: তাওয়াক্কুলের হক এটাই যে, সবকিছুর প্রকৃত দাতা ও পরিচালক একমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**কেই মনে করা। অনেকে বলেন: হালাল উপার্জন করা এবং প্রতিদান **আল্লাহ তায়ালা**র উপরই ছেড়ে দেয়াই হলো আসল তাওয়াক্কুল। শরীরকে কাজে নিয়োজিত করে অন্তরকে **আল্লাহ**র ধ্যানে লাগিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। অভিজ্ঞতাও এটাই যে, **আল্লাহ তায়ালা**র প্রতি তাওয়াক্কুলকারীরা অনাহারে মরে না। মনে রাখবেন! পাখিরা খাবারের সন্ধানে বাসা থেকে ঠিকই বের হয়। তবে হ্যাঁ! গাছে গাছে উড়ার ক্ষমতা না থাকলে তবে তাকে সেখানেই খাদ্য পানি পৌঁছে দন। কাকের বাচ্চা ডিম থেকে বের হয় সাদা, তাদের পিতা-মাতা তাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের মখে এক প্রকারের কীট জমা করে দেন, এই বাচ্চারা তা খেয়েই বড় হয়, যখন কালো হতে থাকে তখনই মা-বাবারা ফিরে আসে। **(মিরাত, ৭/১১৩-১১৪ । মিরকাত, ৯/১৫৬, হাদীস নং ৫২৯৯ এর ব্যাখ্যা)**

তাওয়াক্কুল কাকে বলে?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তাওয়াক্কুল মাধ্যম (উপায়) বর্জন করার নাম নয় বরং মাধ্যমের উপর ভরসা না করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭৯)** অর্থাৎ আয় রোজগারের উপায় বর্জন করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং উপায়ের উপর ভরসা না করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

(২) দুনিয়া এবং এর সকল জিনিসের চেয়েও উত্তম

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতের একটি চাবুক পরিমাণ স্থানও দুনিয়া ও এর মধ্যে সকল জিনিসের চেয়ে উত্তম।"

(বুখারী, ২/৩৯২, হাদীস নং ৩২৫০)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: জান্নাতের সামান্যতম স্থান দুনিয়া ও এর মধ্যে সকল জিনিসের চেয়ে উত্তম, আর হাদীসে চাবুক শব্দটি উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, আরোহণকারী যখন কোন স্থানে অবতরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে,

তখন সে স্থানে তার চাবুকটি ফেলে দেয়। যাতে সেখানে চাবুকের চিহ্ন থাকে এবং অন্য কেউ সেখানে অবতরণ না করে। (আসিয়াতুল লুম'আত, ৪/ ৪৩৩)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চাবুক দ্বারা জান্নাতের সামান্যতম স্থানকে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবেও জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে স্থায়ী, আর দুনিয়ার নিয়ামত হচ্ছে অস্থায়ী। পক্ষান্তরে জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে খাঁটি। আবার দুনিয়ার নিয়ামত সমূহ হচ্ছে নিম্নমানের আর জান্নাতের নিয়ামত সমূহ হচ্ছে উৎকৃষ্টমানের। তাই জান্নাতের সামান্যতম স্থানের সাথেও দুনিয়ার কোন তুলনাই হতে পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ্, ৭/৪৪৭)

(৩) দুনিয়ার জন্য সম্পদ সঞ্চয়কারীরা নির্বোধ

উম্মুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়া হচ্ছে তারই ঘর, যার কোন ঘর নেই, আর তারই সম্পদ, যার কোন সম্পদ নেই এবং দুনিয়ার জন্য সেই সম্পদ সঞ্চয় করে যার জ্ঞান (বিবেক) নেই।"

(মিশকাতুল মাসাবীহ্, ২/২৫০, হাদীস নং ৫২১১)

(৪) দুনিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় থাকো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কাঁধ ধরে ইরশাদ করেন: "দুনিয়াতে একজন অপরিচিত ও মুসাফির হয়ে থাকো।" হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বলেন: যখন তুমি সন্ধ্যা (অতিবাহিত) করবে, তখন আগামী সকালের অপেক্ষা করো না, আর যখন সকাল (অতিবাহিত) করবে, তখন সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। সুস্থ অবস্থাকে অসুস্থতার জন্য এবং জীবনকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে নাও।

(বুখারী, ৪/২২৩, হাদীস নং- ৬৪১৬)

(৫) শত্রুর ভয় চলে যাবে

হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অচিরেই তোমাদের নিকট এমন এক

সময় আসবে, যখন কাফিরেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে এমনিভাবে আহ্বান করবে, যেমনিভাবে একজন আহারকারী তার খাবারের পাত্রের প্রতি আরেকজনকে আহ্বান করে থাকে। কেউ বললো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেদিন কি আমাদের স্বল্পতার কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে? ইরশাদ করলেন: "না, বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় প্রচুর থাকবে। তবে তোমরা সেদিন বন্যার আবর্জনার স্তুপে পরিণত হয়ে পড়বে অর্থাৎ (তোমরা বন্যার পানিতে খড় খুটার মত ভেসে যাবে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, শৌর্যবীর্য কিছুই থাকবে না।) আর **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়ভীতি বের করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে অলসতা, দূর্বলতা ঢেলে দিবেন। কেউ বললো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! "**ওয়াহান**" কি জিনিস? ইরশাদ করলেন: "দুনিয়ার ভালবাসা এবং মৃত্যুর ভয়।" (আবু দাউদ, ৪/১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৯৭)

(৬) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা গুনাহের মূল

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **তাঁর** এক খুতবায় ইরশাদ করতে শুনেছি: "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা হচ্ছে সকল গুনাহের মূল।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২৫০, হাদীন নং- ৫২১২)

(৭) আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ্‌র মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ**র শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হল এতটুকু, যেমন কেউ সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখে যে, তার আঙ্গুলে কতটুকু পানি আসলো।" (মুসলিম, ১৫২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৫৮) হাকিমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এটা শুধুমাত্র বুঝানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। মনে রাখবেন! দুনিয়া হচ্ছে তা, যা (মানুষকে) **আল্লাহ**র স্মরণ হতে অলস করে রাখে, বুদ্ধিমান আরিফের (রব তায়ালার পরিচয় জানা) দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ। তার দুনিয়া খুবই মহান, অলস ব্যক্তির নামাযও দুনিয়া স্বরূপ, যা সে সুনাম অর্জনের জন্য আদায় করে। জ্ঞানী ব্যক্তির আহার পানাহার নিদ্রা-জাগরন, বরং

জীবন মরণ সবকিছু দ্বীনের স্বার্থে তথা **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমানরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত পালনার্থে আহার পানাহার, নিদ্রা জাগরণ করে থাকে। حَيَاةُ الدُّنْيَا! এক বিষয় আর حَيٰوةٌ فِى الدُّنْيَا এবং حَيَاةٌ لِلدُّنْيَا আরেক বিষয়। অর্থাৎ পার্থিব জীবন এক বিষয়, আর দুনিয়ার মধ্যে জীবন ও দুনিয়া অর্জনের জন্য জীবন আরেক বিষয়। যে জীবন দুনিয়াতে আখিরাতের উদ্দেশ্যে হয়, দুনিয়ার উদ্দেশ্যে না হয়, সে জীবন সার্থক ও বরকতময়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩)**

(৮) মৃত মেষ শাবক

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক মৃত মেষ শাবকের নিকট দিয়ে গমন করার সময় ইরশাদ করলেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, (এই মৃত মেষ শাবকটি) এক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করা?" তাঁরা আরয করলেন: আমরা চাই না যে, তা কোন কিছুর বিনিময়েই নেয়া। তখন ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ**র শপথ! দুনিয়া **আল্লাহ**র নিকট এর চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট, যেমনিভাবে এটা তোমাদের নিকট।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২৪২, হাদীস নং- ৫১৫৭)

হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ছাগলের মৃত বাচ্চা কেউ চার আনা মূল্য দিয়েও ক্রয় করতে চায় না। কেননা এর চামড়া মূল্যহীন আর মাংস ইত্যাদি হারাম। সেটা কে ক্রয় করবে? দুনিয়ার পরিচয় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। তা মনে রাখবেন। সুফিগণ বলেন: দুনিয়াদার ব্যক্তিকে সমগ্র দুনিয়ার পীর মুর্শিদরা মিলেও হিদায়ত করতে পারেন না। পক্ষান্তরে দুনিয়াত্যাগী দ্বীনদার ব্যক্তিকে সমস্ত শয়তান মিলেও পথভ্রষ্ট করতে পারে না। দুনিয়াদার ব্যক্তি দ্বীনি কাজ করলেও তা দুনিয়াবী উপকার লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার ব্যক্তি দুনিয়াবী কাজ করলেও তা দ্বীনের স্বার্থেই করে থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৩)**

(৯) দুনিয়া মশার ডানার চেয়েও তুচ্ছ

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দুনিয়া যদি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট একটি মশার ডানার সমানও মূল্য থাকতো, তবে **তিনি** এই দুনিয়া থেকে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।" **(তিরমিযী, ৪/১৪৩, হাদীস নং- ২৩২৭)**

(১০) ইবাদত থেকে দূরে থাকার শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা মা'কিল বিন ইয়াসার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের **রব তায়ালা** ইরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! তুমি নিজেকে আমার ইবাদতের জন্য নিয়োজিত করো, আমি তোমার অন্তরকে ধনাট্যতায় এবং তোমার দু'হাতকে রিযিক দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবো। হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদত থেকে দূরে সরে থেকো না, (অন্যথায়) আমি তোমার অন্তরকে দরিদ্রতায় পরিপূর্ণ করে দিবো এবং তোমার দু'হাতকে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত রাখবো।" **(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫/৪৬৪, হাদীস নং- ৭৯৯৬)**

(১১) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পরকালের ক্ষতির কারণ

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষণ করলো, সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো এবং যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবাসলো সে পৃথিবীতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, সুতরাং তোমরা অবিনশ্বরকে (আখিরাত) নশ্বরের (দুনিয়া) উপর প্রাধান্য দাও।"

(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৫/৪৫৪, হাদীস নং- ৭৯৬৭)

(১২) এক দিনের খোরাক থাকলে তবে...

হযরত সায়্যিদুনা উবাইদুল্লাহ বিন মিহসান খাতমি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে যে এ অবস্থায় সকাল করলো, তার মন সন্তুষ্ট, শরীর সুস্থ আর তার নিকট একদিনের খাবার রয়েছে, তবে যেন তার জন্য পৃথিবী একত্রিত করা হলো।" **(তিরমিযী, ৪/১৫৪, হাদীস নং ২৩৫৩)**

(১৩) দুনিয়া অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সাবধান! দুনিয়া অভিশপ্ত আর **আল্লাহ**র যিকির এবং যা **আল্লাহ তায়ালা**র নিকটতম করে আর আলিম এবং তালিবে ইলম ছাড়া দুনিয়া মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।" (তিরমিযী, ৪/১৪৪, হাদীস নং ২৩২৯)

(১৪) আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা মাহমুদ বিন লবিদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** আপন বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে এমনিভাবে দূরে রাখেন, যেমনিভাবে তোমরা নিজেদের অসুস্থ ব্যক্তিকে পানাহারের বস্তু থেকে বিরত রাখো।" (শুয়াবুল ঈমান, ৭/৩২১, হাদীস নং- ১০৪৫০)

(১৫) সম্পদের লোভী অভিশপ্ত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দিরহাম ও দিনার (লোভী) ব্যক্তি অভিশপ্ত।" (তিরমিযী, ৪/১৬৬, হাদীস নং ২৩৮২)

(১৬) সম্পদ ও সুখ্যাতির ভালবাসার ধ্বংসলীলা

হযরত সায়্যিদুনা কাব বিন মালিক আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন; **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের মাঝে ছেড়ে দেয়া হলে তা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু সম্পদ ও সম্মানের লালসা মানুষের দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।" (তিরমিযী, ৪/১৬৬, হাদীস নং ২৩৮৩)

(১৭) দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।" (মুসলিম, ১৫৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়া হচ্ছে বালির ন্যায়!

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা যে, বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকায় দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা পোষনকারীদের কিরূপ নিন্দা (Condemnation) বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই যেনো অস্থির না হই, আখিরাতের জন্যও নেকীর ভান্ডার জমা করুন, কেননা দুনিয়ার উদাহরন হলো বালির ন্যায়, বালি দ্বারা মুষ্টি যতই বড় করে ভরে নিন না কেন, তা ধীরে ধীরে কণা কণা মুষ্টি থেকে বের হয়ে যায় এবং অবশেষে মুষ্টি খালি হয়ে যায়। এমনই অবস্থা এই ধোকাবাজ দুনিয়ার।

টাকা উপার্জন করা অতঃপর তা অসুস্থতায় ব্যয় করা

মানুষ সারা জীবন দুনিয়ার আনুগত্য করে, দুনিয়া অর্জনের টানে দিনরাত এক করে দেয়, পার্ট টাইম চাকুরী করে, ২০ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ কাজ করে, শুধুমাত্র এই কারণেই যে, টাকা উপার্জন করতে হবে, মোটকথা দিন অতিবাহিত হয় এই ভেবে যে, টাকা উপার্জন করতে হবে এবং কদম বাড়ায় এই চিন্তায় যে, টাকা উপার্জন করতে হবে। কিন্তু আহ! সেই টাকা, যার জন্য নিজের শরীরের তোয়াক্কা করেনি, সেই দুনিয়া, যার জন্য দিনরাত এক করেছিলো, সেই সম্পদ, যা পাওয়ার সংগ্রামে ওভারটাইম (Overtime) করেছিলো, সেই ধন, যা অর্জনের জন্য হালাল হারামের তোয়াক্কা করেনি, সেই টাকা, যা পাওয়ার জন্য নিজের জীবনের মূল্যবান মাস ও বছর সমূহ নষ্ট করে দিয়েছিলো, সেই টাকা পয়সাই কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থতায় ব্যয় হয়ে যায়। জি হ্যাঁ! বান্দা যখন বার্ধক্যে উপনিত হয় তখন বিভিন্ন রোগ বালাই স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত থাকে, এবার না সে দুনিয়ার থাকে, না আখিরাতের জন্য কিছু করতে পারে।

মৃত্যুকে ভূলো না

দুনিয়ার ফিতনা থেকে সাবধান করে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক বুযুর্গ এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন: হে লোকেরা! এই অবসর সময়ে নেক আমল করে নাও এবং **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করতে থাকো। আশায় বুক ভাসিয়ো না এবং নিজের মৃত্যুকে ভূলে যেওনা। দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পরো না,

নিশ্চয় সে ধোকাবাজ এবং ধোকা দিয়ে সঙ সেজে তোমার সামনে আসবে এবং নিজের কামনার মাধ্যমে তোমাকে ফিতনায় ফেলে দিবে, দুনিয়া তার অনুসারীদের জন্য এমনভাবে সাজে, যেমনটি নববধু সাজে। দুনিয়া তার কতযে প্রেমিককে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং যারাই এর থেকে প্রশান্তি অর্জন করতে চায়, তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করে দেয়, সুতরাং এতে বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখো, কেননা তা বিপদ সংকুল স্থান, এর সৃষ্টিকর্তা এর নিন্দা করেছেন, এর নতুনগুলো পুরোনো হয়ে যায় এবং এর আকাঙ্ক্ষীরাও মরে যায়। **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর দয়া করুক, উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হয়ে যাও এবং এর পূর্বেই ঘুম থেকে চোখ খুলে নাও যে, এভাবে ঘোষনা করা হবে: অমুক ব্যক্তি অসুস্থ এবং এর অসুস্থতা প্রবল আকার ধারণ করে নিয়েছে, কোন ঔষধ আছে কি? এবার তোমাদের জন্য ডাক্তারদেরকে ডাকা হয়েছে, কিন্তু আরোগ্যের আশা শেষ হয়ে গেছে। অতঃপর বলা হবে: অমুক অসিয়ত (Will) করেছে এবং নিজের সম্পদের হিসাব করেছে। অতঃপর বলা হবে: এবার তার কণ্ঠ ভারি হয়ে গেছে, এখন সে তার ভাইদের সাথে কথা বলবে না এবং প্রতিবেশিদেরকে চিনবে না, এবার তোমাদের কপালে ঘাম এসে গেছে, কান্নার আওয়াজ আসতে থাকবে এবং তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে, তোমার চোখের পলক বন্ধ হতেই মৃত্যুর ধারণা সত্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তোমার বোন ভাই কান্না করছে, তোমাকে বলা হবে যে, এটা তোমার অমুক সন্তান, এটা অমুক ভাই, কিন্তু তোমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব তুমি কিছু বলতে পারবে না, তোমার মুখে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, যার কারণে আওয়াজ বের হচ্ছে না, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু এসে গেলে এবং তোমার রূহ অঙ্গ থেকে পুরোপুরি বের হয়ে গেলো, অতঃপর তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, সেই সময় তোমার ভাইয়েরা এসে জমা হয়ে গেছে, অতঃপর তোমার কাফন আনা হয় আর তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পড়ানো হয়। এবার তোমার শশ্রুষাকারীরা চুপ করে বসে যায় এবং তোমাকে হিংসাকারীরাও শান্তি পায়, পরিবারের লোকেরা তোমার সম্পদের দিকে মনোযোগী হয়ে যায় আর তোমার আমল সমূহ বন্ধক হয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, ৩/৬২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ইনফিরাদী কৌশিশ"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মৃত্যু এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো **"ইনফিরাদী কৌশিশ"**। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের একটি মাদানী উদ্দেশ্য দান করেছেন, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।" নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন। অনুরূপভাবে মানুষকে নেক নামাযী বানাতে, সুন্নাতের অনুসারী বানাতে এবং গুনাহ থেকে বাচাঁতে তাদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ শুরু করে দিন। মাদানী কাফেলা ছাড়াও যখনই কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হয় তবে নম্রতা ও ভালবাসাপূর্ণ পদ্ধতিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত প্রকাশিত হবে, যেমনটি ২২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: **আপনি কি আজ কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে মাদানী কাফেলা ও মাদানী ইন্আমাত এবং অন্যান্য মাদানী কাজের প্রতি তারগীব (উৎসাহ) দিয়েছেন?** ৫২ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: **আপনি কি এ সপ্তাহে ইজতিমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করা অবস্থায় নবাগত ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংগ্রহ করেছেন? (কমপক্ষে ৪ জনের সাথে সাক্ষাত এবং কমপক্ষে ১ জনের ঠিকানা ইত্যাদি অবশ্যই নিন। পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগও রাখুন।)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মাদানী দরস এবং ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহন কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরের

জন্য ইসলামী ভাইদের প্রস্তুত করা যায়। ✯ ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মসজিদ পূর্ণ রাখতে সহায়তা করে।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ইনফিরাদী কৌশিশের একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

ড্রাইভারের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিশেষ বাসগুলো ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় যেখানে অবস্থান করে সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একটি খালি বাসে গান বাজছিল আর ড্রাইভার বসে বসে 'গাঁজা' সেবন করছে। আমি গিয়ে ড্রাইভারের সাথে ভালবাসাপূর্ণ ভঙ্গিতে সাক্ষাত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সাক্ষাতের বরকত তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পেল আর সে নিজেই গান বন্ধ করে দিল এবং গাঁজাযুক্ত সিগারেটও নিবিয়ে দিল। আমি মুচকি হেসে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট **"কবরের প্রথম রাত"** তাকে দিলাম সে তখনই টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল আমিও সাথে বসে শুনতে লাগলাম। অন্যদেরকে বয়ান শুনানোর উপকারীদায়ক পদ্ধতি এটাই, নিজেও তার সাথে শুনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে খুবই প্রভাবিত হল। ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করল এবং বাস থেকে বের হয়ে আমার সাথে ইজতিমায় এসে বসে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমলের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আমরা আখিরাতের চিন্তা করার পরিবর্তে দুনিয়ার রঙ তামাশায় মগ্ন রয়েছি, উন্নত মানে বাড়ি বানানোতে ব্যস্ত (Busy), আমরা আমাদের বাড়ি ঘর খুবই আলিশান ভাবে সাজাই। নিজের জীবনকে অর্থের ছড়াছড়ি, উন্নত ও উচ্চ দামি গাড়ির চমক, সুন্দর ও আলিশান অট্টালিকার আশেপাশে অতিবাহিত করতে চাই, একটু ভাবুন তো, এই জিনিষগুলো কতক্ষন আমাদের কাজে আসবে? এসব কি কবরে সাথে নিয়ে যেতে পারবে? আখিরাতে কি এই জিনিষগুলোর বিপরীতে নেকী অর্জিত হবে? কখনোই নয়! এই ব্যাংক ব্যালেন্স,

ধন সম্পদ এবং জায়গা সম্পত্তি সবই এই দুনিয়ায় রয়ে যাবে, কবরে কিছুই কাজে আসবে না, সেখানে যদি কাজে আসে তবে তা শুধুমাত্র নেক আমলই কাজে আসবে, মুনকার নকীরের প্রশ্নাবলীতে সফলতা দিবে নেক আমলই, কবর ও হাশরে সান্তনা নেক আমলই প্রদান করবে, কবরের সংকীর্নতাকেও নেক আমলই প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিবে, কবরের অন্ধকারে নেক আমলই জ্বলমল করবে, কবরের আযাবের মাঝে নেক আমলই প্রতিবন্ধক হবে এবং শুধুমাত্র কবর কেন কবরের পর হাশরের ময়দানের গরম এবং এর পিপাসা থেকে, পুলসিরাতে সফলতার সহিত অতিক্রম, হিসাব নিকাশ এবং জাহান্নামের আযাব থেকেও আমাদেরকে নেক আমলই মুক্তি প্রদান করবে, তাই নেক আমলের চিন্তা করুন।

তিন ধরনের বন্ধু

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মৃত ব্যক্তির সাথে তিনিটি জিনিস যায়: (১) তার পরিবারের লোকেরা (২) তার সম্পদ এবং (৩) তার আমল। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে আর একটি তার সাথে রয়ে যায়। পরিবারের লোকেরা এবং সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল তার সাথে যায়। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৫০, হাদীস নং-৬৫১৪) আর হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফিরিশতারা বলে: مَاقَدَّمَ অর্থাৎ সে পূর্বে কি পাঠিয়েছে? এবং লোকে জিজ্ঞাসা করে: مَاخَلَّفَ অর্থাৎ সে কি রেখে গেছে? (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-১০৪৭৫, ৭/৩২৮) অর্থাৎ মৃত্যুর সময় ওয়ারিশরা রেখে যাওয়া সম্পদের চিন্তায় থাকে যে, কি রেখে যাচ্ছে? এবং যে ফিরিশতা রূহ কবয করার জন্য আসে, সে আমল ও আক্বীদার হিসাব করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৪৯)

হে আশিকানে রাসূল! বুদ্ধিমত্তার চাহিদা যে, আমরা যেনো দুনিয়া এবং এর মধ্যকার জিনিসের চিন্তা ছেড়ে দিই এবং নেক আমল অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাই। যেই ধন সম্পদ উপার্জনের জন্য আমরা জীবন শেষ করে দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই আমাদের, যা ব্যয় করে দিয়েছে। যা অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা আমাদের নয়, বরং ওয়ারিশদের। তাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হলো যে, ধন সম্পদ এবং দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ছেড়ে দেয়া এবং পরিনাম সাজানোর প্রতি মনোযোগ দেয়া। এই অর্থ

কারো বিশ্বস্ততা করেনি, এটা আসলেই হাতের ময়লা, মনে করুন! যদি জীবনে কোটি কোটি টাকা জমাও করে নেয়া হয়, তবুও আমরা ততটুকুই ব্যবহার করতে পারবো যতটুকু আমরা করতে পারি। এভাবে বুঝে নিন, যেমন কোন ব্যক্তির ক্ষূধা (Hunger) লেগেছে, সামনে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে, বিরিয়ানির সুগন্ধি মন ও মননকে মুগ্ধ করে দিচ্ছে, মন সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে, মুখে পানি এসে যাচ্ছে, মন চাচ্ছে যে পুরো পাতিলই খেয়ে নিই কিন্তু আসলে এর থেকে কতটুকুই বা খেতে পারবে। এক প্লেট বিরিয়ানিই যথেষ্ট, খুব বেশি খেলে দুই বা তিন প্লেট খাওয়ার পর আর খাওয়ার সুযোগই নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, পেট ভরে যায় কিন্তু মন ভরেনা, ইচ্ছে করে যে, আরো খাই, খুবই সুস্বাদু হয়েছে কিন্তু খায়না, এই কারণেই যে, খাওয়ার উপায়ও তো নাই, পেট ভরে গেছে, আর কিভাবে খাবে, ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যতই উপার্জন করিনা কেন, কোটি কোটি টাকা জমা করে নিইনা কেন কিন্তু এর থেকে এতটুকুই খাবো, যতটুকুতে পেট ভরে। অনুরূপভাবে কাপড়ও ততটুকুই ব্যবহার করা হবে যতটুকু দ্বারা একটি পোষাক হয়ে, মোটকথা দুনিয়াবী সম্পদের ভান্ডার জমা নেয়া হলেও ব্যবহার ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু নিজের জন্য সম্ভব, অবশিষ্ট সবই দুনিয়ায় রয়ে যাবে। যেমনটি

হাদীসে পাকে রয়েছে: **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা আমার সম্পদ আমার সম্পদ করতে থাকে, অথচ তার সম্পদ শুধুমাত্র তিনটি অংশ: প্রথমতঃ তা, যা খেয়ে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ তা, যা পরিধান করে ময়লা করে দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয়তঃ তা, যা কাউকে (**আল্লাহ**র পথে) দিয়ে দেয়া হয়েছে আর জমা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া যাকিছু রয়েছে সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তা অপরের জন্য রেখে যেতে হবে। (মুসলিম, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৪২৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী চ্যানেল মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে মিডিয়া মগজ ধোলাই ও চরিত্র গঠনের একটি কর্যকর হাতিয়ারের কাজ করছে, অনেক লোক নিজেদের বিশেষ পথভ্রষ্ট, মিথ্যা ধারণা এবং অশ্লিলতা ও নির্লজ্জতা প্রসারের জন্য রাতদিন এর ভূল ব্যবহার

করে যাচ্ছে, যার কারণে নতুন প্রজন্ম সেই মন্দ প্রভাব ও ভাবনায় পরে যাচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কাতর হৃদয়ের ব্যস একটিই আওয়াজ ছিলো যে, আহ! কেউ যদি মিডিয়ার এই যুদ্ধে আহলে সুন্নাতের আকিদা সংরক্ষণের পতাকা উঠিয়ে নিতো এবং পবিত্র চিন্তা এবং আকিদা ও আমলের সংশোধনের অগ্রদূত একটি খাঁটি ইসলামী চ্যানেল শুরু করতো। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরা অনেক গভীরভাবে অনুধাবন করলো যে, মুসলমানের ঘর থেকে টিভি বের করা প্রায় অসম্ভব, ব্যস একটিই উপায় দেখা যাচ্ছে এবং তা হলো যে, যখন নদীতে বন্যা আসে তখন তার দিক পরিবর্তন করে ক্ষেত খামারের দিকে করে দেয়া হয়, যেনো ক্ষেত খামারও সেচ হয়ে যায় এবং বসত বাড়িও ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে, ঠিক সেইভাবে টিভির মাধ্যমেই মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করতে হবে। যখন এই বিভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হলো, মনে হলো যে, নিজস্ব টিভি চ্যানেল খুলে সিনেমা নাটক, গান বাজনা ও সঙ্গীতের সুর এবং মহিলা প্রদর্শন না করে ১০০ ভাগ ইসলামী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শুরার প্রচেষ্টায় ১৪২৯ হিজরীর রমযানুল মুবারক, ডিসেম্বর ২০০৮ ইংরেজীতে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সুন্নাতের বার্তাকে প্রসার করা শুরু হয়ে যায়, মানুষের ঘরের পরিবেশ প্রেম ও ভালবাসায় পরিবর্তিত হয়ে গেলো, মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে লোকেরা শরয়ী মাসআলা জানতে লাগলো এবং দেখদে দেখতেই এর আশ্চার্যজনক মাদানী ফলাফল আসতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ী পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩ মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে পাগড়ী পরিধানের কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) ইরশাদ হচ্ছে: পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামায) থেকে উত্তম।" (ফিরদৌসুল আখবার, ২/২৬৫, হাদীস নং- ৩২৩৩) (২) পাগড়ী

আরবের মুকুট স্বরূপ, তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, নম্বর- ৪১১৩৮) ✯ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়ত"** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন, যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন ঔষধ নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

পাগড়ী পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)